ECOEXPO
Together we win

প্রথম আন্তঃবিভাগীয়
পর্যটন ও হজ্জ-ওমরাহ্ মেলা ২০২৪

রংপুর বিভাগ

স্থানঃ রংপুর পুলিশ লাইন্স মাঠ

তারিখঃ ৮ - ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪

আয়োজক

ইকো এক্সপো

প্রধান কার্যালয়ঃ ১৮ তলা, সোনারতরী টাওয়ার, ১২ বিপনন সি/এ
সোনারগাঁও রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১২০৫
শাখা কার্যালয়ঃ বাসা #৭২, রোড #০১, দক্ষিণ সেন পাড়া, রংপুর ৫৪০০
ই-মেইলঃ ceo@ecoexpo.events, ecoexpo.events@gmail.com
মোবাইলঃ +৮৮০ ১৭১৫ ১০৫১৮৯, +৮৮০ ১৬১০ ১৬১০১৬
টেলিফোনঃ +৮৮০ ২৫৮৯৯ ৬৫৩৫৯

Partners

Supported by

Print Media Partner

Company Profile

প্রথম আন্তঃবিভাগীয় পর্যটন ও হজ্জ - ওমরাহ্ মেলা ২০২৪ এই মেলার আয়োজক প্রতিষ্ঠান হলো Eco Expo. এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার জনাব মোঃ রেজওয়ানুর রহমান তার ব্যাবসায় যাত্রা শুরু করেন ২০০৯ সালে ব্লু স্কাই হলিডেজ এর মাধ্যমে। আমাদের সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মূলত বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গেই সম্পর্কিত। নিম্নে আমাদের প্রতিষ্ঠান গুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হলোঃ

Blue Sky Holidays: আমাদের যাত্রা শুরু হয় ২০০৯ সালে Blue Sky Holidays এর মাধ্যমে। Blue Sky Holidays একটি ট্যুর অপারেটর কোম্পানি যা দেশী বিদেশী বিভিন্ন পর্যটকদের দেশে বা বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় ট্যুর অপারেট করে থাকে।

Eco Exim: ইকো এক্সিম একটি আমদানী ও রপ্তানী ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান যারা ২০১১ সালে প্রথম তাদের যাত্রা শুরু করে এবং অদ্যাবধি সাফল্যের সাথে বিভিন্ন দেশের সাথে আমদানী ও রপ্তানী কার্যক্রম সফলতার সাথে চালিয়ে যাচ্ছে।

Expo Dec: এক্সপো ডেক এর যাত্রা শুরু হয় ২০১৫ সাল থেকে। এক্সপো ডেক একটি এক্সিবিশন ডেকোরেশন কোম্পানি যারা দেশী বিদেশী বিভিন্ন এক্সিবিশন বা মেলায় ডেকোরেশন সার্ভিস দিয়ে থাকে।

Eco Expo: কালের পরিক্রমায় আমাদের ব্যাবসা প্রসারের উদ্দেশ্যে ইকো এক্সপো প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইকো এক্সপো একটি এক্সিবিশন অর্গানাইজার কোম্পানী। ইকো এক্সপোর যাত্রা শুরু হয় ২০১৭ সালে এবং আমরা দেশী বিদেশী বিভিন্ন ইভেন্ট বা কনফারেন্স অর্গানাইজ করে থাকি। করোনার সময় আমরা ৭০ এর অধিক অনলাইন মেলার আয়োজন করেছি।

Message from CEO
Eco Expo

Mr. Md. Rajwanur Rahman

কেনো পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ করবো?

প্রেক্ষাপটঃ

রঙ্গে রসে ভরপুর, তার নাম রংপুর। উত্তরের জনপদের সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চল রংপুর বিভাগের রংপুর শহর। বিভিন্ন এলাকার মানুষের কাছে রংপুর বিভাগ মঙ্গাপীড়িত এলাকা হলেও বর্তমানে শিক্ষা, ব্যাবসায় বানিজ্য, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, শিল্পাঞ্চলের বিকাশ, কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন, স্বাস্থখাতে উন্নয়নের কারনে উত্তরাঞ্চলের ৮ টি জেলার সমন্বয়ে গঠিত রংপুর বিভাগের ব্যপক উন্নতি ঘঠিত হয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষ ঢাকা থেকে শপিং না করে পার্শবর্তী দেশ ভারতের শিলিগুড়ি থেকে শপিং করতে পছন্দ করে। অচিরেই সৈয়দপুর বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপ নিতে যাচ্ছে। কিন্তু এই এলাকার মানুষের হাতে টাকা থাকলেও তা পর্যটন খাতে ইচ্ছা থাকা স্বত্বেও খরচ করতে পারছে না। এই এলাকায় Out Bound Tour এর যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আর তাই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

কেনো হজ্জ ওমরাহ মেলায় অংশগ্রহণ করবো?

প্রেক্ষাপট:

মুসলিম বিশ্বে প্রায় ১৪০০ বছর হতে প্রতিবছর ধর্মপ্রান মুসলিম পবিত্র ক্বাবা শরীফে আল্লাহ্‌র দিদার লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ পালন করে আসছেন। হজ্জ যা ইসলামের পাঁচটি স্তরের মধ্যে অন্যতম একটি। অন্যান্য দেশের মত প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে লক্ষ্যাধিক মুসলিম মক্কা শরীফে হজ্জের উদ্দেশ্য ভ্রমন করেন। হাজীগণ বিভিন্ন সমস্যা যেমন ভাবাগত, স্থানগত, শারীরিক অসুস্থতা, অর্থনৈতিক ইত্যাদি কারনে নানা রকমের ভোগান্তির স্বীকার হন। এই আন্তঃবিভাগীয় মেলার মাধ্যমে সকল হাজীগণ ও সাধারন মানুষের কাছে সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রয়োজনীয়তাঃ

আমরা সকলে যারা বিদেশে কম-বেশি ভ্রমণ করেছি তারা প্রত্যেকেই জানি সঠিক দিক নির্দেশনা ছাড়া এবং গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ছাড়া হাজারো বিরম্বনার সম্মুখীন হতে হয়। হাজীগণ যারা নিজের কষ্টার্জিত টাকা খরচ করে দীর্ঘ দিনের স্বপ পূরণের জন্য হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে ভ্রমণ করেন তারা সকল বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন করতে প্রস্তুত হয়েই ভ্রমণ করেন। কিন্তু আমরা যদি তাদের কাছে সঠিক দিক নির্দেশনা, প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও সার্বিক সহযোগিতা দ্বারা নির্দিষ্ট তথ্যাদি হজ্জ এজেন্সী নির্ধারনের পূর্বেই তাদের হাতে তুলে দিতে পারি তবেই তারা বিষদ উপকৃত হবে বলে মনে করি। অনেক সময় বিভিন্ন এজেন্ট তাদের প্রতিশ্রুত ওয়াদা পালন করতে না পারার কারনে হাজীগণের অসহনীয় কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়। মূলত এর কারন হাজীগণের সাথে সরাসরি সংযুক্ত না হওয়া।

ব্যবসা সম্প্রসারণঃ

যদিও এটা কোন ব্যবসায়িক এবং শুধুমাত্র লাভের উদ্দেশ্য হজ্জ - ওমরাহ মেলা নয়, এই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য হল, হাজীগণের সার্বিক সহযোগিতা ও তাদের সন্তুষ্টি, তথাপি এই মেলার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশে যে সকল হজ্জ এজেন্ট আছি এবং বিভিন্ন ধরণের মানুষ যারা হজ্জের সাথে প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত, তারা এই মেলার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে সঠিক তথ্য তুলে ধরতে পারি, তাহলে প্রতিবছর উত্তোরত্তোর স্বপ্রতিষ্ঠানের হাজীগণের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ব্যবসায়িকভাবে আমরা লাভবান হতে পারি।

এজেন্সীর ইমেজ প্রতিষ্ঠাঃ

বাংলাদেশের প্রতিটি হাজীগণ সরকারি বা বেসরকারি কোন না কোন মাধ্যমে হজ্জে গিয়ে থাকেন, যেমন- ২০২২ সালে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১৫,০০০ ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১,১২,০০০ জন হজ্জ নিবন্ধন করেন । প্রতিবছর যা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা যদি বিভিন্ন এজেন্সীর সঠিক তথ্য ও তাদের প্রতিশ্রুত সুযোগ-সুবিধা ও হাজীগণের প্রত্যাশিত চাহিদার মধ্যে মিলবন্ধন ঘটাতে পারি, তাহলেই এই মেলার আয়োজন সার্থক হবে। এতে করে বিভিন্ন এজেন্সীর মধ্যে স্বচ্ছতা ও সামাঞ্জস্যতা বিরাজ করবে এবং মধ্যসত্বভোগীর বিলাপ ঘটবে।

Profit Maximization:

আমাদের এই মেলার প্রথম গুরুত্ব হল সরাসরি হাজীগণ ও এজেন্সীর মধ্যে সার্বিক ও সর্বোপরি সেতুবন্ধন তৈরী করা। হজ্জের সময় বিভিন্ন মধ্যসত্বভোগীর কারণে হাজীগণ ও এজেন্সীর মধ্যে সার্বিক তথ্যের আদান-প্রদান হয় না। হাজীগণ যার কারণে ইচ্ছা থাকা স্বত্ত্বেও প্রয়োজনীয় চাহিদা সমূহ পেতে পারেন না। বাংলাদেশে ১১৫০ টি হজ্জ এজেন্সী রয়েছে। ২০২২ সালে (দ্যা ডেইলি স্টার) সূত্রমতে ১,২৭,১৯৮ জন হজ্জে গিয়েছিলেন। গড়ে প্রতিটি এজেন্সীতে প্রায় ১১০ জন্য হাজীগণ গিয়ে থাকেন। আমরা যদি হজ্জ এবং ওমরাহ এর এই মেলা সুসম্পন্ন ও সুসজ্জিত করে সুন্দরভাবে হাজীগণের নিকট তুলে ধরতে পারি, তাহলে ভাল এজেন্সীর যেমন প্রতিযোগিতা বাড়বে, তেমনি সকল এজেন্সী বেশী বেশী হাজীগণ তাদের এজেন্সীর মাধ্যমে হজ্জ করাতে পারবেন।

দ্বীন ও আখেরাতের কল্যাণ সাধনঃ

সকল অর্থনৈতিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম মানুষের উপরে আলাহ তা'আলা হজ্জ ফরজ করেছেন। আলাহ তা'আলার এই ফরজ নির্দেশ পালনে বিশ্বের দূর-দুরান্ত থেকে লাখ লাখ হাজীগণ হজ্জ পালন করে থাকেন। আমরা যদি আমাদের অবস্থান থেকে হাজীগণদের সার্বিক সহযোগিতা ও প্রতিশ্রুত ওয়াদা পূরণ করতে পারি, এতে করে হাজীগণ যেমন সন্তুষ্টি লাভ করবে তেমনি আমরা আমাদের বর্তমান অবস্থান থেকে দ্বীন ও আখিরাতের কল্যাণ সাধন করতে পারি। আমাদের সর্বোপরি গুরত্ব থাকবে হাজীগণের যেন কোনরূপ সমস্যার মোকাবিলা করতে না হয় এবং সরাসরি হাজীগণ ও এজেন্সীর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা।

১. অংশগ্রহনের নিয়মাবলীঃ

যে সকল হজ্জ এজেন্সীগণ মেলায় অংশ গ্রহন করতে ইচ্ছুক তাদেরকে অবশ্যই HAAB এর মেম্বার হতে হবে এবং হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স ও HAAB লাইসেন্স সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। কোনো ভাবেই HAAB এর মেম্বার ব্যাতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহন করতে পারবে না। মেলায় অংশগ্রহনের জন্য উপরোক্ত নিয়মাবলি ছাড়াও নিম্নোক্ত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করতে হবে। যদিও ট্যুরিজম মেলায় অংশগ্রহনের জন্য TOAB এর মেম্বার হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। পর্যটনের সাথে সম্পৃক্ত সকলেই ট্যুরিজম মেলায় অংশগ্রহন করতে পারবেন।

কার্যপ্রণালী	নির্দিষ্ট সময় সীমা	করনীয়
নির্দিষ্ট মেলায় অংশ গ্রহণের ফরম পুরণ পূর্বক জমা	৫ ই ডিসেম্বর ২০২৩	ইকো এক্সপো অফিসে সরাসরি অথবা ই-মেইল এ প্রেরণ
নির্দিষ্ট মেলার স্টল বুকিং এর অগ্রিম অর্থ পরিশোধ	১০ ই ডিসেম্বর ২০২৩ (মেলার প্রতিটি স্টল এর জন্য নূন্যতম ১০,০০০ টাকা।)	ইকো এক্সপো এর ব্যাংক একাউন্ট নাম্বারে টাকা প্রদান করা যাবে
মেলার স্টল বুকিং এর সমুদয় অর্থ পরিশোধ।	১০ ই জানুয়ারি ২০২৪	ইকো এক্সপো এর ব্যাংক একাউন্ট নাম্বারে টাকা প্রদান করা যাবে
ইকো এক্সপো কতৃক সমুদয় অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে স্টল নির্ধারণী চিঠি / ই-মেইল প্রদান	২০ শে জানুয়ারি, ২০২৪	
ইকো এক্সপো এর জন্য কোম্পানির অফিশিয়াল বিস্তারিত বিবরণী প্রদান	২০ শে জানুয়ারি, ২০২৪	
ইকো এক্সপো তে অফিশিয়াল বিজ্ঞাপন প্রচারনার শেষ তারিখ বিঃদ্রঃ অনুরোধক্রমে সংগ্রহ করা যাবে	২০ শে জানুয়ারি, ২০২৪	

২. স্টলের মূল্য তালিকাঃ

নিম্নের হিসাব প্রতি স্টল ৮' x ৮' = ৬৪ স্কয়ারফিট হিসেবে। প্যাভিলিয়ন এর ক্ষেত্রে নূন্যতম ৩ টি স্টল বা ১৯২ স্কয়ারফিট জায়গা নিতে হবে। উলেখ্য, প্যাভিলিয়ন এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্থান বরাদ্দ থাকবে, কোনরূপ স্টল নির্মাণ করা হবে না।
সম্মানিত Exhibitor গণ নিজ উদ্দোগে স্টল নির্মাণ করবেন।
প্রতি মেলার প্রতি ৮' x ৮' স্টলের মূল্য তালিকা নিম্নরূপঃ

স্টল	মূল্য (৮' x ৮')	Discount (১৫ ই ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত বুকিং এর ক্ষেত্রে)	Discount এর পর মূল্য
রেগুলার	৫০,০০০	৪০%	৩০,০০০
কর্নার	৬০,০০০	৪০%	৩৬,০০০
প্যাভিলিয়ন	৪৫,০০০	৪০%	২৭,০০০

আমাদের ব্যবহৃত স্টলঃ

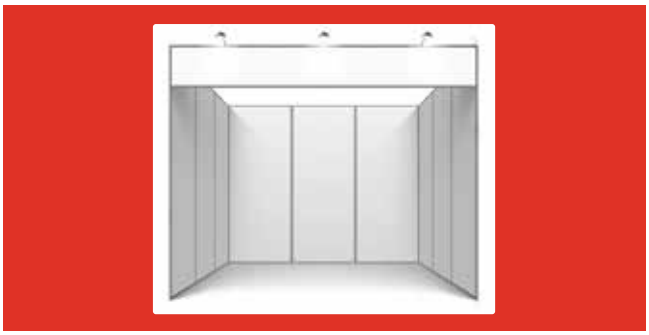

আমাদের ব্যবহৃত তাঁবুঃ

৩. Mode of Payment:

সম্মানিত এজেন্সীগণকে বিনয়ের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, স্টল বুকিং নির্ধারণ শুধু মাত্র বুকিং মানি পরিশোধ সাপেক্ষে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে বরাদ্দ দেওয়া হবে। Payment স্টল বুকিং এর অর্থ শুধুমাত্র Eco Expo এর অনুকূলে Cheque / Pay Order / Bank Draft / Bank Deposit এর মাধ্যমে প্রদান করা যাবে।

Discount Price -এর বুকিং মানি পরিশোধের শেষ তারিখঃ ১০ ই ডিসেম্বর ২০২৩
অফেরতযোগ্য ১০,০০০ টাকার মাধ্যে বুকিং রাখা হবে।

স্টল বুকিং এর সমুদয় মূল্য পরিশোধ এর শেষ তারিখঃ ১০ ই জানুয়ারি ২০২৪

Bank Details

Account Number: 0681330007189, Account Name: Eco Expo
Social Islami Bank Limited , Rangpur Branch, Bangladesh
Routing No:-195851456, SWIFT code: SOIVBDDH

৪. স্টল এর সাধারণ সুবিধা সমূহঃ

- ৩ ফিট টেবিল ১ টি
- ২ টি চেয়ার
- ১ টি টিউব লাইট
- ইলেকট্রিসিটি সহ ১ টি মাল্টিপাগ
- ১ টি ডাষ্টবিন
- কোম্পানীর নাম ও লাইসেন্স নাম্বার যুক্ত সাইন বোর্ড স্টিকার
- তাঁবুকৃত পূর্ণ বোর্ডের স্টল
- স্টল ও মাঠ সম্পূন কার্পেট দ্বারা আচ্ছাদিত থাকবে
- সম্মানিত Exhibitor গণকে Exhibitor card প্রদান ও দর্শনার্থীগণকে Visitor pass প্রদান
- সাধারণ জনগনের উদ্দেশ্যে কিছু ট্রেনিং সেশনের আয়োজন থাকবে
- ইমারজেন্সী মেডিকেল বুথ

৫. প্রচার প্রচারনাঃ

- জাতীয় দৈনিক পত্রিকা।
- লোকাল জেলা ভিত্তিক পত্রিকা (বিভাগীয় পত্রিকা) ।
- টিভিতে বিজ্ঞাপন।
- বিভাগীয় পর্যায়ে বিলবোর্ড নূন্যতম ৫টা।
- ব্যানার, লিফ্লেট, পোষ্টার পর্যাপ্ত পরিমান ।
- উপজেলা ভিত্তিক মাইকিং ।
- প্রতি বিভাগে মসজিদ, মাদ্রাসা, লিল্লাহ্ বোডিং ও মারখাজ মসজিদে প্রচার
- SMS মার্কেটিং।
- ডিজিটাল মার্কেটিং।
- লোকাল বেতারে প্রচার।
- স্টিকার (বাস, অটোরিক্সা) ।
- নির্ধারিত মেলার বিভাগীয় শহরের সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলরগণকে, প্রতিটি জেলা শহরের পৌরসভার চেয়ারম্যানগণ ও কাউন্সিলরগণকে, প্রতিটি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ ও মেম্বারগণকে, প্রতিটি উপজেলার পরিষদের চেয়ারম্যানগণ ও মেম্বারগণকে, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ ও মেম্বারগণকে বিশেষভাবে অবহিত করন। সেই সাথে প্রতিটি জেলার ডিসি ও এসপি কে বিশেষভাবে অবহিত করন।

৬. অংশগ্রহণের জন্য করণীয়ঃ

আবেদনের জন্য করণীয়ঃ

- সম্মানিত Exhibitor গণ যারা মেলায় অংশগ্রহণ করতে চান তার Eco Expo বরাবর E-mail এর মাধ্যমে জানাবেন। সম্মানিত Exhibitor গণের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক স্টল পছন্দের পরে বুকিং মানি পরিশোধ সাপেক্ষে Eco Expo কনফারমেশন E-mail দিবে, যাতে স্টল বুকিং এর Receipt থাকবে।
- Exhibitor মেনুয়াল এর উল্লেখিত সময়ের মধ্যে স্টল বুকিং এর সমুদয় অর্থ পরিশোধ করতে হবে।
- স্টল, শুধুমাত্র আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। নির্ধারিত মেলার স্বাক্ষরকৃত ফরম পূরণের পরে কোন স্টল/প্যাভিলিয়ন এর অর্থ ফেরত দেওয়া হবেনা।

স্টল তৈরিঃ

- মেলা রংপুর পুলিশ লাইন্স মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। পুলিশ লাইন্স মাঠে সাধারণত বিভিন্ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি মেলার সকল স্টল তাঁবু দ্বারা আচ্ছাদিত থাকবে। প্রতিটি স্টল, বোর্ড নির্মিত Standard Sell Scheme হবে। যার উচ্চতা ৮ ফিট, দৈর্ঘ্য ৮ ফিট, প্রস্থ ৮ ফিট, প্রতিটি স্টলের বুথ অগ্নি প্রতিরোধক সামগ্রি দ্বারা তৈরী।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনাঃ

- প্রতিটি স্টলে ১টি করে মাল্টিপ্লাগ সরবরাহ করা হবে। এতে সম্মানিত Exhibitor গণ তাদের মোবাইল, ল্যাপটপ, ক্যামেরার ব্যাটারী ইত্যাদি চার্জ দিতে পারবে। উল্লেখ থাকে যে, উক্ত বিদ্যুৎ বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য নয়। মেলাতে কোনো ব্যক্তিগত জেনারেটর ব্যবহার করা যাবে না, মেলা কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জেনারেটর ব্যাবস্থা থাকবে।
- বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ যদি কোনো সম্মানিত Exhibitor গণদের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ এর প্রয়োজন হয়, তাহলে Eco Expo এর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বিক্রয় নিষেধাজ্ঞাঃ

- পর্যটন মেলা শুধু মাত্র পর্যটন এর সাথে সম্পৃক্ত প্যাকেজ সম্মানিত ভিজিটরদের কাছে বিক্রয় এর জন্য। অন্য কোনো ধরণের পণ্য সামগ্রী জনসাধারণের / ভিজিটরদের কাছে বিক্রয় এর জন্য নহে। কাজেই এরূপ কর্ম হইতে বিরত থাকতে হবে। হজ্জ-ওমরাহ মেলা শুধু মাত্র হজ্জ ও ওমরাহ প্যাকেজ সম্মানিত হাজীগণের কাছে বিক্রয় এর জন্য অন্য কোনো ধরণের পণ্য সামগ্রী জনসাধারণের / হাজীগণের কাছে বিক্রয় এর জন্য নহে। কাজেই এরূপ কর্ম হইতে বিরত থাকতে হবে।

স্টল তৈরি ও সরানোঃ

- সব স্টল বোর্ড দ্বারা নির্মিত Shell Scheme হবে। কোনো সম্মানিত Exhibitor যদি নিজ তত্ত্বাবধায়ানে প্যাভিলিয়ন নির্মাণ করতে চান সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দিনের ২৪ ঘন্টা পূর্বে নির্মাণ করতে পারবে এবং মেলা শেষ হওয়ার পরবর্তী ৬ ঘন্টার মধ্যে উক্ত মালামাল সরিয়ে নিতে হবে।

৭. নিষেধাজ্ঞা ও নিয়মনীতিঃ

- নির্দিষ্ট Exhibitor যার নামে স্টল বরাদ্ধ হয়েছে তিনি কোন দ্বিতীয় কোম্পানির কাছে উক্ত স্টল বরাদ্দ করতে পারবেনা
- লোকাল, ধর্মবর্ণ, গোষ্ঠী, গোত্র, জাতি, ইত্যাদির ক্ষতি সাধন হয় এবং মেলার মান ক্ষুন্ন হয় এমন কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এমন কোনো কাজ হলে মেলা কৃর্তপক্ষর নিকট উক্ত Exhibitor কে জবাবদিহিতা করতে হবে। এমনকি উলেখ থাকে যে মেলা কৃর্তপক্ষ বহিঃস্কারাদেশ দিতে পারে। পার্শ্ববর্তী সম্মানিত Exhibitor গণের ক্ষতি সাধন হয় এমন কোনো কাজ হইতে বিরত থাকতে হবে। বিশেষ করে মেলা প্রাঙ্গনে অধিক আওয়াজের কোনো CD / DVD / TV প্লেয়ার বাজানো যাবে না।
- সম্মানিত Exhibitor গণ মেলার ভিতরে তামাক / নেশা জাতীয় পন্য গ্রহন হইতে বিরত থাকবেন।
- সম্মানিত Exhibitor গণ স্টলের ক্ষতি সাধন হইতে বিরত থাকবেন। কোনো রূপ ক্ষতি হইলে উক্ত স্টলের Exhibitor উপযুক্ত ক্ষতিপূরন প্রদান করবেন।
- সম্মানিত Exhibitor গণ শুধু মাত্র হজ্জ ও ওমরাহ / পর্যটন কেন্দ্রিক প্যাকেজ প্রদর্শন করতে পারবেন।
- সম্মানিত Exhibitor গণ শুধু মাত্র তাদের স্টলের নির্দিষ্ট অংশে তাদের পোষ্টার, ব্যানার বা যে কোনো ধরনের প্রদর্শন মূলক আইটেম প্রদর্শন করতে পারবেন। তাদের নির্দিষ্ট স্থান ব্যাতিরেকে অন্য কোনো স্থানে কোনো রূপ ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি প্রদর্শন করতে পারবেন না।

শেষ কথাঃ

সর্বোপরি, যে কোন ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন কিন্তু আমাদের এই পর্যটন ও হজ্জ - ওমরাহ মেলার মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয় বরং আমাদের মূল উদ্দেশ্য পর্যটক / সম্মানিত হাজীদের ও এজেন্সীর মধ্যকার সেতুবন্ধন তৈরি করা। যার ফলে পর্যটক ও সম্মানিত হাজীগণ এজেন্সীর মাধ্যমে বিভিন্ন প্যাকেজ, হজ্জের সময়কার সুবিধা, অসুবিধা জানতে পারবে, তেমনি করে এজেন্সীগুলো সম্মানিত হাজীদের বিভিন্ন চাওয়া পাওয়া ও পর্যটকদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কাজ করতে পারবে। এতে করে এজেন্সীতে সম্মানিত হাজী ও পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং সম্মানিত হাজীদের কল্যাণ ও সন্তুষ্ঠিতে বিশেষ অবদান রাখতে পারবে বলে আশা করি।

পরিশেষে বলা যায় যে, এই মেলার মাধ্যামে প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমরা সকলেই পর্যটক ও হাজীদের সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যামে আলাহর বিশেষ নৈকট্য লাভের অংশীদার হতে পারব।

ধন্যবাদ